ঐতিহ্য-প্রেরণায় ১৫৪ বছর

রাজশাহী কলেজ

আইরিন শোভা
০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

রাজশাহী কলেজের মূল ভবন

রাজশাহী কলেজ দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হিসেবে ১৫৪ বছর পূর্ণ করেছে। দীর্ঘ এই পথচলায় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

১৮৭৩ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জমিদার ও সমাজসেবীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ আজও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে চলেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। প্রতিষ্ঠার পরপরই রাজশাহী কলেজ উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে

পরিণত হয়।

১৮৭৮ সালে সরকারি স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে শিক্ষার কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হয় এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমলেও এই কলেজ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কলেজটির ইতিহাসকে আরও গৌরবময় করে তোলে।

১৮৭৩ সালের ১ এপ্রিলে মাত্র ছয়জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ করছে। ২৪টি বিভাগ রয়েছে। রাজশাহী কলেজ কেবল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রই নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কলেজ ক্যাম্পাসজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানা জাতের ফুল এবং নানা জাতের গাছ, ঔষধি গাছ রাজশাহী কলেজকে করেছে আরও মনোরম ও প্রাণবন্ত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩১টি সূচকে রাজশাহী কলেজ শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে। এর আগে ২০১৫ থেকে ২০১৮ এবং ২০২৬ সালে পঞ্চমবারের মতো সেরার মুকুট অর্জন করেছে। রাজশাহী কলেজ বারবার প্রমাণ করেছে কেন এটি দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাতারে শীর্ষে অবস্থান করছে।

রাজশাহী কলেজ বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুবিন্যস্ত প্রযুক্তিনির্ভর ক্লাসরুম চালু করেছে। এখানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড এবং কম্পিউটারের ব্যবহার শিক্ষাদানকে করেছে আরও সহজ ও কার্যকর। শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করতে পারছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্লাস করতে শিক্ষার্থীরাও উচ্ছ্বসিত। ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বহির্বিশ্বের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা।

কলেজে শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী নয়, মালী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তা গার্ডদের নিরলস পরিশ্রমেও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। মালীদের যত্নে ক্যাম্পাসের সবুজ গাছপালা ও ফুলে ভরে ওঠে মনোরম পরিবেশ। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায় ক্যাম্পাস থাকে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত। নিরাপত্তা গার্ডদের সতর্ক দায়িত্ব পালনে নিশ্চিত হয় নিরাপদ পরিবেশ। তাদের সম্মিলিত অবদানেই রাজশাহী কলেজ আজ আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া কলেজে রয়েছে ৪৫টি সংগঠন। এসব সংগঠন শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ শিক্ষা দান করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজশাহী কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটি, বিএনসিসি, রেঞ্জার ইউনিট, রোভার স্কাউট, মিরর বিতর্ক ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাব, সংগীত একাডেমি, আবৃত্তি পরিষদ, নৃত্যচর্চা কেন্দ্র, রক্তদানের প্রতিষ্ঠান বাঁধন, বরেন্দ্র থিয়েটার, ক্যারিয়ার ক্লাব, বিজনেস ক্লাব, এথিক্স ক্লাবসহ বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র একটি করে ক্লাব।

মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী হুমাইরা সুলতানা মল্লিক বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও দেশসেরা হয়েছে রাজশাহী কলেজ। প্রতিষ্ঠানটির নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও একাডেমিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে উন্নত ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসার ঘটছে। শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে রাজশাহী কলেজ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মী এস আলী দুর্জয় জানান, ঐতিহ্য, গৌরব ও জ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল ধারাবাহিকতায় রাজশাহী কলেজ ১৫৪ বছরে পদার্পণ করেছে। উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠগুলোর অন্যতম এই

প্রতিষ্ঠান কেবল শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে প্রত্যাশা, রাজশাহী কলেজ তার ঐতিহ্য ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে আগামীতেও দেশ ও জাতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রাজশাহী কলেজ অধ্যক্ষ ড. মো. ইব্রাহিম আলী বলেন, ‘আমাদের প্রিয় রাজশাহী কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই বিশেষ মুহূর্তে আমি রাজশাহী কলেজের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সব মহৎ শিক্ষকদের, যাদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও নিরলস পরিশ্রমের ফলেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান আজ দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’